কৃষি তথ্য বার্তা

মাসিক কৃষি তথ্য বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৯তম বর্ষ ❑ অষ্টম সংখ্যা ❑ অগ্রহায়ণ-১৪৩২, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০২৫ ❑ পৃষ্ঠা ৮

কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা অধিশাখার যুগ্মসচিবের ... ২

বরিশালে বিনাধান-২৬'র মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত ... ৩

পাবনায় গম উৎপাদন ও বীজ সংরক্ষণে প্রশিক্ষণ ... ৪

তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ফরিদপুরে শিক্ষার্থীদের ... ৫

পুরোনো সার ডিলাররা থাকছে, নীতিমালা অনুযায়ী বাদ যাবে অনিয়মকারীরা – মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা

কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেছেন, দেশের যেসব ইউনিটে সার ডিলার নেই সেগুলোতে ডিলার নিয়োগ হবে। পুরোনো সার ডিলাররা নতুন নীতিমালা অনুযায়ী বহাল থাকবেন, তবে বাদ যাবেন অনিয়মকারীরা। সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পর্যালোচনা সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফকালে উপদেষ্টা মহোদয় এসব কথা বলেন। উপদেষ্টা মহোদয় ব্রিফিংয়ে দেশের কৃষির সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করেন। ব্রিফিংয়ে আলুর দাম কমে যাওয়ায় চলতি মৌসুমে অনেক কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে উপদেষ্টা মন্তব্য করেন।

বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

দেশে সারের সংকট নেই পর্যাপ্ত মজুদ আছে – মাননীয় কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

মতবিনিময় সভায় মাননীয় কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)

মাননীয় কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেছেন দেশে সারের কোনো সংকট নেই। পর্যাপ্ত সারের মজু দআছে। সারের দোকানে মনিটরিং জোরদার এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

বাংলাদেশ কোল্ডস্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে ঢাকাতে দুই দিনব্যাপী আলু উৎসব-২০২৫

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)

বাংলাদেশ কোল্ডস্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার বসুন্ধরা (আইসিসিবি), কুড়িল ঢাকাতে দুই দিনব্যাপী আলু উৎসব-২০২৫ শীর্ষক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর উদ্বোধনী পর্ব অনুষ্ঠিত এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

তরুণ উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ততায় কৃষির নবযাত্রা: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ সেলিম খান

০৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ রাজধানীর খামারবাড়িস্থ কৃষি তথ্য সার্ভিসের কনফারেন্স রুমে "তরুণ উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ততায় কৃষির নবযাত্রা: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক এক সেমিনার আয়োজিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ সেলিম খান, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়াও অনলাইন কৃষি পণ্য ব্যবস্থা ও প্যাকেজিং এর বিষয়ে আরো সচেতনতা বৃদ্ধিসহ উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্রদান, ট্রেড মার্ক এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন তিনি। কৃষিকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে কৃষিতে আরো গবেষণা কার্যক্রম বাড়িয়ে কৃষিকে আধুনিকায়ন করার জন্য কৃষি কর্মকর্তাদের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইংয়ের পরিচালক মোঃ আব্দুর রহিম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোঃ তাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক (কৃষি রসায়ন বিভাগ), শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের উপপ্রধান তথ্য অফিসার শামীম হোসেন। উক্ত সেমিনারে তরুণ উদ্যোক্তাসহ সরকারি ও বেসরকারী পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এসময় তরুণ উদ্যোক্তাগণ তাদের বক্তব্য পেশ করেন। সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মোঃ মসীহুর রহমান।

ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা অধিশাখার যুগ্মসচিবের কক্সবাজার সফর

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক-কৃষাণীদের বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা অধিশাখার যুগ্মসচিব ড. মোঃ লুৎফর রহমান

২০২৫-২৬ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে সরিষা, গম, চিনাবাদাম, ফেলন, বোরো উফশী ও বোরো হাইব্রিড ধান উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় কক্সবাজার জেলায় ৮ হাজার ৯ শতাধিক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক-কৃষাণীদের বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ কার্যক্রম এর শতভাগ স্বচ্ছতার সাথে বিতরণ মনিটরিংয়ের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা অধিশাখার যুগ্মসচিব ড. মোঃ লুৎফর রহমান ১৩ নভেম্বর কক্সবাজার সফর করেছেন। তাঁর সফরের অংশ হিসেবে ১৩ নভেম্বর সকাল ১০ ঘটিকায় সময় রামু উপজেলায় কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বিতরণের শুভ উদ্বোধন করেন। রামু উপজেলা নির্বাহী অফিসার এরফানুল হক চৌধুরী এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. বিমল কুমার প্রামানিক, রামু উপজেলা কৃষি অফিসার তানজিলা রহমান, নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক ও সুবিধাভোগী কৃষক/কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন। পরে যুগ্মসচিব মহোদয় অত্র জেলার সদর, ঈদগাহ ও চকরিয়া উপজেলায় কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন পরবর্তী মাঠের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং কৃষক/কৃষাণীদের সাথে মতবিনিময় করেন। যুগ্মসচিব বলেন রবি শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পতিত জমিকে আবাদযোগ্য করে তুলতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উৎসাহিত করতে সরকার বিনামূল্যে উন্নত জাতের বীজ ও সার বিতরণ করছে। এর মাধ্যমে সকল পতিত জমিকে আবাদে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কৃষি বিভাগ। এর ফলে উৎপাদন বাড়বে এবং খাদ্যঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে। উপপরিচালক ড. বিমল কুমার প্রামানিক বলেন আবাদযোগ্য সব পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। এই প্রণোদনা কর্মসূচি কৃষকদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলবে। এই কর্মসূচীর আওতায় সুবিধাভোগী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক-কৃষাণীদের বীজের সাথে ডিএপি সার-১০ কেজি ও এমওপি সার-১০ কেজি করে

মো: লোকমান হাকিম, কৃতসা, কক্সবাজার

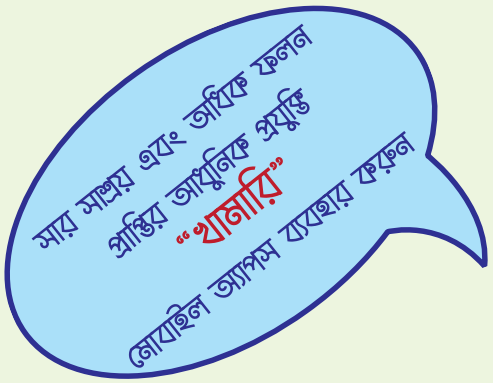

'খামারি' মোবাইল অ্যাপ

AisTube

'এআইএস টিউব'

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নানিয়ারচর উপজেলায় রবি মৌসুমে হাইব্রিড বোরো ধানের বীজ বিতরণ

২০২৫-২৬ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় রবি মৌসুমে হাইব্রিড ধান উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্য করে নানিয়ারচর উপজেলায় কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে হাইব্রিড বোরো ধানের বীজ বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সকালে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. হারুন মিয়া কৃষকদের হাতে এই বীজ বিতরণ করেন। তিনি বলেন, "রবি মৌসুমে হাইব্রিড ধানের উৎপাদন বাড়াতে প্রতিজন কৃষককে ২ কেজি করে মোট ১০০ জন কৃষকের মাঝে বোরো ধানের হাইব্রিড বীজ প্রদান করা হয়েছে।" বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. আজিজুল হক, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রদীপ জয় চাকমা, উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা উত্তম কুমার মল্লিক, এছাড়া সুবিধাভোগী কৃষক পরিবারের সদস্যরা। কৃষকদের আশা, এই প্রণোদনার বীজ তাদের বোরো মৌসুমে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাঙ্গামাটি

পুষ্টি কর্নার : কুল/বরই

কুলে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন 'এ', ভিটামিন'সি' ও খনিজলবণ থাকে। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম কুলে জলীয় অংশ ৭৩.২ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ১.০ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৬০, পানি (গ্রাম) ৮৪.৩, আমিষ ১.৯ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, শর্করা ১২.৬ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৪ মিলি গ্রাম, লৌহ ০.৮ গ্রাম, জিংক ০.৩২ মিঃ গ্রাম, ভিটামিন এ ২ মিলিগ্রাম, থায়ামিন ০.০২ মিঃ গ্রাম, রাইবোফ্লাবিন ০.০৬ মিঃ গ্রাম, ভিটামিন সি ৬৬.১ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। কুল ও পাতা বাটা বাতের জন্য উপকারী, ফল রক্ত পরিষ্কার এবং হজম সহায়ক। পেটে বায়ু ও অরুচি রোধে ফুল থেকে তৈরি ওষুধ ব্যবহার করা হয়। শুকনো কুলের গুঁড়া ও আখের গুড় মিশিয়ে চেটে খেলে মেয়েদের সাদা স্রাবের কিছুটা উপকার হয়। কুল বাংলাদেশের সর্বত্র উৎপাদিত হয়। তবে রাজশাহী, কুমিল্লা, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহে উৎকৃষ্ট জাতের কুল আবাদ হয়ে থাকে। সাধারণত পাকা ও টাটকা অবস্থায় কুল খাওয়া হয়। কুল থেকে আচার, চাটনি ও অন্যান্য মুখরোচক খাবার ও তৈরি করা যায়।

সূত্র: কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস

বরিশালে বিনাধান-২৬'র মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

বিনাধান-২৬'র মাঠ দিবস ১৬ নভেম্বর বরিশালে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বাবুগঞ্জে অবস্থিত বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বিনা) এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশালের উপপরিচালক মোসাম্মৎ মরিয়ম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাবুগঞ্জের উপজেলা কৃষি অফিসার মোহা. আব্দুর রউফ। মাঠ দিবসে সভাপতিত্ব করেন বিনার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. ছয়েমা খাতুন। বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নাজমুন নাহারের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা নাহিদ বিন রফিক, বিনার ফার্ম ম্যানেজার মৃনার কুমার শীল, কৃষক গোলাম কবীর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মোসাম্মৎ মরিয়ম বলেন, বিনাধান-২৬ আমনের উচ্চফলনশীল একটি জাত। এর জীবনকাল ১১৫-১২০ দিন। জাতটি ব্যাকটেরিয়াল পাতা পোড়া রোগসহনশীল। এর চালে শতকরা ২৬.৪ ভাগ অ্যামাইলোজ রয়েছে, যা ভাতকে ঝরঝরে রাখে। এছাড়া প্রোটিন আছে ৯.৪ মিলিগ্রাম। হেক্টরপ্রতি এর ফলন ৬ থেকে ৬.৫ মেট্রিকটন। এসব কারণে এই জাতটি চাষ করলে কৃষকরা অধিক লাভবান হবেন। তাই এবারের উৎপাদিত ধানের বীজ সংরক্ষণ করে আগামী বছর অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি কৃষকদের আহ্বান জানান। বিনার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, চলতি বছরে বিনাধান-২৬'র ১ টন বীজ বরিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন উপজেলায় বিনামূল্যে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। মাঠ দিবসে অর্ধশতাধিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন ডিএই, বরিশালের উপপরিচালক মোসাম্মৎ মরিয়ম

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

পুরোনো সার ডিলাররা থাকছে, নীতিমালা অনুযায়ী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমন ধান পঞ্চাশ শতাংশের মতো কাটা হয়েছে বলে উপদেষ্টা জানান। মাঠের অবস্থা অনুকূলে থাকায় আমনে এবার বাম্পার ফলনেরও আশা করেন উপদেষ্টা। সার প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, পর্যাপ্ত সার মজুদ আছে, সরবরাহেও কোন সংকট নেই, গ্যাসের দামের সাথে সারের দাম বাড়ার সম্পর্ক নেই। কৃষক সার ন্যায্য মূল্যেই পাবে। পেঁয়াজের বাজার সম্পর্কে উপদেষ্টা মহোদয় বলেন, বাজারে অস্থিরতা দেখিয়ে আমদানির অনুমতি চেয়ে বিভিন্ন মহল চাপ দিচ্ছে। কিন্তু দেশীয় উৎপাদন ও কৃষকের ন্যায্য মূল্যের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সরকার আপাতত আমদানির অনুমতি দিচ্ছে না। কৃষকের স্বার্থই এখানে প্রধান। গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজও বাজারে চলে আসছে, আগামী মাসে পুরোদমে চলে আসলে পেঁয়াজ নিয়ে কোন সংকট হবে না। উপদেষ্টা কৃষি মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থায় চলমান নিয়োগ শতভাগ স্বচ্ছ হবে বলে মন্তব্য করেন। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়

বাগেরহাটের মোল্লাহাটে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে সার ও বীজ বিতরণ

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সবজির বীজ ও সার বিতরণ

কৃষি প্রণোদনা কার্যক্রমের আওতায় বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলা পরিষদ চত্বরে ২১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সবজির বীজ ও সার বিতরণ করা হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব শ্যামানন্দ কুন্ডু। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পূনর্বাসন ও প্রনোদনা কার্যক্রমের আওতায় মোট ৪৯৫ জন কৃষককে এ উপকরণ বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে ১৫০ জন কৃষককে বাড়ির আঙ্গিনায় আগাম শীতকালীন শাকসবজি চাষের জন্য উচ্চ ফলনশীল জাতের সাত প্রকার সবজির বীজ প্রদান করা হয়। এছাড়া ও মাঠে চাষযোগ্য হাইব্রিড জাতের লাউ, বেগুন, মিষ্টিকুমড়া ও শসা চাষের জন্য ৩৪৫ জন কৃষককে বীজ ও সার সরবরাহ করা হয়। উপজেলা কৃষি অফিসার মো. মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ড. মো. হাসান আলী, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা রাজীব রায়, অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা মেহেদী হাসান, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মো. হেদায়েত উল্লাহ, মোল্লাহাট প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এসএম মফিজুর রহমান, সহসভাপতি মো. মনিরুজ্জামান মোল্লা, আবদুল্লাহ ফারুক ও সাংবাদিক কেএম মাহামুদুল হক প্রমুখ। বাজারে আগাম শীতকালীন সবজি সরবরাহ নিশ্চিত করতে ও ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি কাজে উদ্বুদ্ধ করতে এ প্রনোদনা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ কথা বলেন, তিনি আরো বলেন সরকারের এই উদ্যেগের ফলে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

মো. আসাদুজ্জামান, কৃতসা, খুলনা

পুষ্টি সংবেদনশীল কৃষি বাস্তবায়ন কৌশল" বিষয়ক

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো: খোরশেদ আলম, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ড. মো: মাহমুদুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, নীলুফা আক্তার, অতিরিক্ত সচিব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তাসনীমা মাহজাবীন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারটান। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কামরুল হাসান, যুগ্মসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। কর্মশালাটির সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ফলিত ও পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর নির্বাহি পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব হায়দার জাহান ফারাস। কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর সংস্থার প্রধান-গণসহ বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত প্রায় ৫৫ জন প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

পাবনায় গম উৎপাদন ও বীজ সংরক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বীজ ও সার বিতরণ

পাবনায় গম উৎপাদন ও বীজ সংরক্ষণের ওপর জাত প্রদর্শনী সংশ্লিষ্ট কৃষক ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের ১ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর আয়োজনে ১৬ নভেম্বর, ২০২৫ সকাল ১০টায় উপপরিচালকের কার্যালয়, পাবনা এর প্রশিক্ষণ হলে প্রশিক্ষনটি অনুষ্ঠিত হয়। উপপরিচালকের কার্যালয়, পাবনা এবং প্রশিক্ষণ হলে বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর আয়োজন করেন। এ সময় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রামানিক, উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনা। তিনি বলেন, গম আমাদের খাদ্য তালিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি একটি প্রধান খাদ্য শস্য যা দিয়ে রুটি, পরোটা, বেকারি পণ্য, পশু খাদ্যসহ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়। গম শুধু স্বাদের দিক থেকেই নয়, পুষ্টিগুণের দিক থেকেও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। স্বাদ ও পুষ্টি বিবেচনায় বিশ্বব্যাপী গমের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। তিনি আরো বলেন, গম মূলত শীতকালীন ফসল। আমাদের দেশে শীতের স্থায়ীত্ব কম হলেও বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট তাপসহিষ্ণু গমের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছেন, যা মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের কাজ চলমান রয়েছে। খরচের বিবেচনায় গম লাভজনক ফসল, পানি ও সারের ব্যবহার কম, রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হওয়ায় বালাইনাশক খরচ কম। পুষ্টিসমৃদ্ধ ও অর্থকরী ফসল উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, জৈব সার ও সঠিক কীটনাশকের ব্যবহার, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনতা এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি করে এমন ফসলের উৎপাদনের প্রতি গুরুত্ব দেন। প্রশিক্ষণে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ জাহেরুল ইসলাম, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ মোঃ সাইফুল ইসলাম, অতি. উপপরিচালক (উদ্যান) কৃষিবিদ মোঃ নুরে আলম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোছাঃ সুহানা খাতুন গমের উচ্চফলনশীল জাতসমূহ পরিচিতি, উৎপাদন প্রযুক্তি, রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি নিয়ে সেশন পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণে পাবনা জেলার ২০ জন কৃষক-কৃষাণী ও ৪ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে কৃষক-কৃষাণীদের প্রতিজনকে বারি গম ৩৩, বিডাব্লিউএমআরআই গম ১,২,৩ ও ৪ জাতের মধ্যে যে কোনো একটি জাতের গম বীজ ১২ কেজি, ইউরিয়া ২০ কেজি, ডিএপি ১২ কেজি, এমওপি ১৩ কেজি, জিপসাম ১০ কেজি ও বোরন ৬০০ গ্রাম প্রদান করা হয়।

বীজ ও সার বিতরণ করছেন জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনা

মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

কৃষি বিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন
১৬১২৩ নম্বরে
সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত
(শুক্রবার, শনিবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)

তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ফরিদপুরে শিক্ষার্থীদের মাঝে কৃষি সিনেমা প্রদর্শন

তারুণ্যের উৎসবের অংশ হিসেবে ৯ নভেম্বর ফরিদপুরে শিক্ষার্থীদের মাঝে কৃষি সিনেমা প্রদর্শন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (এটিআই) হলরুমে এক আকর্ষণীয় কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ উইং) লুবনা রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এটিআইর অধ্যক্ষ বাবলু কুমার সূত্রধর। কৃষি তথ্য সার্ভিস, বরিশাল কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর এবং সিমিট, বাংলাদেশ যশোর এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিএইর অতিরিক্ত পরিচালক মো. খয়ের উদ্দিন মোল্লা, এটিআইএর উপাধ্যক্ষ আব্দুল কাদের সরদার এবং ডিএইর প্রশিক্ষণ উইংয়ের উপপরিচালক (কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এডুকেশন) মো. কবির হোসেন।

তারুণ্যের উৎসবের অংশ হিসেবে ফরিদপুরে শিক্ষার্থীদের মাঝে কৃষিসিনেমা প্রদর্শন

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার শেখ হাবিবুর রহমান, সিমিট বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন কর্মকর্তা কে এম জসিম উদ্দিন, কৃষি উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. আব্দুল মাবুদ, ফরিদপুর এটিআইর শিক্ষার্থী আলপনা আজাদ এবং মো. জাহিদুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, লেখাপড়ার কোনো বিকল্প নেই। তরুণরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তাই দেশ গঠনে তোমাদের ভালোভাবে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হবে। তবেই উত্তম কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি ৯ জন কুইজ বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন। কুইজ বিজয়ীরা হলেন-শরীফা মেহেরীন, সামানিয়া জান্নাতী, আছিয়া আক্তার, লিজন খান, মোহাম্মদ তামিম, জান্নাতুল ফেরদৌস, জুয়েল গাইন, মিম এবং মো. আশিকুর রহমান।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

কুমিল্লায় পাটবীজ বিক্রয় ত্বরান্বিতকরণ কর্মশালা

হাত রেখে হাতে, উত্তম খাদ্য ও উন্নত আগামীর পথে' এ প্রতিপাদ্যে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে কক্সবাজারে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মো: আব্দুল মান্নান। সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক বলেন, দিনদিন আমাদের জনসংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি কমছে কৃষি জমি। তাই ভবিষ্যৎ খাদ্য চাহিদা পূরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এখন থেকেই যথাযথ পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত খাদ্য পরিকল্পিতভাবে সুষম বন্টন করা গেলে খাদ্য নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব বলে তিনি উল্লেখ করেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. বিমল কুমার প্রামানিক বলেন- আমরা কৃষি উৎপাদনের সকল আধুনিক প্রযুক্তি কৃষকদের ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ এবং পরামর্শের মাধ্যমে বর্তমানে কক্সবাজারের স্থানীয় ও সাথে রোহিঙ্গাদের খাওয়ানোর পরও ভালো অবস্থানে আছি। আমাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ইমরান হোসাইন সজীব, জেলা খাদ্য কর্মকর্তা মোঃ আবু কাউছার, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শামীম আরা স্বপ্না, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আহসানুল হক, এনসিপির জেলা প্রতিনিধি তারেক ইকবালসহ সংশ্লিষ্টরা বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো: রাসেল রানার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি, কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া খাদ্য দ্রব্যের মূল্য ও যোগানের ভারসাম্য রাখতে কৃষির সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধিসহ অনাবাদি পতিত জমিকে পরিকল্পিত চাষের আওতায় আনার

কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ

মোঃ মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস-২০২৫ উদযাপন শেষ পৃষ্ঠার পর

Importance of Healthy Soil for Agricultural Transformation in Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আবু জুবাইর হোসেন বাবলু, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং Guest of Honor হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Dr. Jiaoqun Shi, FAO Representative in Bangladesh. মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. বেগম সামিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ সেলিম খান। এ ছাড়া বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর ভূমিকা উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল হালিম। সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. জি কে এম মোস্তাফিজুর রহমান, উপাচার্য, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, প্রফেসর, মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন এসআরডিআই, বিএআরসি, ডিএই, বারি, বিনা, বিএডিসিসহ দেশের মৃত্তিকা বিজ্ঞানীগণ এবং দেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকার তথ্য হালনাগাদ করণের লক্ষ্যে ২০২৪ সালে পূনরায় লবণাক্ততা জরিপ সম্পন্ন করে ২০২৫ সাল হালনাগাদ লবণাক্ততা ম্যাপ ও রিপোর্ট প্রণয় করা হয়। উক্ত সেমিনারে "Saline Soils of Bangladesh-2025" শীর্ষক রিপোর্টের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

নারায়ণগঞ্জে জনপ্রিয় হচ্ছে বস্তায় আদা চাষ

নারায়ণগঞ্জ শহরে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বস্তায় আদা চাষ। প্রথমে কয়েক বস্তার মধ্য দিয়ে শুরু করলেও দিন দিন বস্তার পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে। বাড়ির আঙিনা কিংবা আশপাশের পতিত জমি অথবা জমির একপাশে বস্তায় এই আদা চাষ করছেন। কেউ কেউ আবার পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবেও আদা চাষের পরিকল্পনা করছেন। নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে, বস্তায় আদা চাষের খরচ অনেক কম। বস্তাপ্রতি ৫০-৬০ টাকা খরচ করে প্রায় ১ থেকে দেড় কেজি আদা পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে

পরিদর্শন করেছেন উপজেলা কৃষি অফিসার

একটি পরিবার কয়েকটি বস্তায় আদা চাষ করে সহজেই পরিবারের চাহিদা মেটাতে পারে। এর জন্য তেমন খরচ হয় না। যদি কেউ বাণিজ্যিকভাবে চাষ করতে চান সে ক্ষেত্রেও খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না। নারায়ণগঞ্জ শহরের গার্মেন্ট ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান টুলু। তিনি তার গার্মেন্টের পাশে পতিত জায়গায় একটি বাগান গড়ে তুলেছেন। সেই বাগানের একটি অংশে বস্তায় আদা চাষ করছেন। মিজানুর রহমান টুলু বলেন, একদিন ইউটিউবে দেখলাম বস্তায় আদা চাষ হচ্ছে। তখন কৃষি অফিসারকে বললাম, আমি বস্তায় আদা চাষ করতে চাই। তিনি আমাকে সহযোগিতা করলেন। প্রথম ৩০ বস্তায় আদা চাষ করলাম এবং বাম্পার ফলন হলো। এবার আমি ১০০ বস্তায় আদা চাষ করছি। যদি এবার ভালো হয় তাহলে সামনের বছর বাণিজ্যিকভাবে ৫০০ বস্তায় চাষ করব। তিনি বলেন, বস্তায় আদা চাষ করতে তেমন একটা খরচ হয় না। ৫ টাকার বস্তা, ৩০ টাকার মাটি মিলিয়ে বস্তাপ্রতি ৫০-৬০ টাকার মতো খরচ হয়। খুব বেশি যত্ন নিতে হয় না। প্রথমে সার দিয়ে লাগাতে হয়। তারপর মাঝেমধ্যে আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। সেই সঙ্গে কীটনাশক দিতে হয়। এ ছাড়া তেমন যত্নের প্রয়োজন হয় না। গোগনগর এলাকার কৃষক জুমান বলেন, আমি বিভিন্ন মৌসুমি সবজি চাষের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করি। এ বছর কৃষি অফিসারদের পরামর্শ অনুযায়ী নতুন করে আদা চাষ শুরু করেছি। আশা করছি খুব ভালো ফলন হবে। নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার শম্পা ইসলাম নওরিন বলেন, শহরে যেহেতু কৃষি জমির পরিমাণ কম। তাই বস্তায় আদা চাষের মাধ্যমে মসলা জাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা লাভজনক পদ্ধতি। অল্প জায়গায় আদা চাষ করা যাবে। প্রতি বস্তায় প্রায় কেজি পরিমাণ আদা চাষ করা যায়। একটি পরিবারের চাহিদা সহজেই পূরণ করা যায়। খুব বেশি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয় না। নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা কৃষি অফিসার মাহমুদা হাসনাত বলেন, আমাদের উপজেলায় আদা চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর সুবিধা হচ্ছে আদা ছায়াযুক্ত স্থানে হয়। সহজেই স্থানান্তর করা যায়। বাইরে থেকে মাটি এনে চাষ করা যায়। খুব বেশি জায়গারও প্রয়োজন হয় না। অল্প খরচেই করা যায়। বাসার ছাদেও চাষ করা যায়। এর মধ্য দিয়ে মসলাজাতীয় ফসলের চাহিদা পূরণ হয়। এটি স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ খাদ্য। পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা সহজেই পূরণ করা যায়।

কামরুন্নাহার (কাঁকন), কৃতসা, ঢাকা অঞ্চল

যশোরের চৌগাছায় ধান চাষে নতুন প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশে ধান উৎপাদনের প্রধান মৌসুম হলো বোরো, যার সম্পূর্ণ চাষটাই সেচ নির্ভর। ফলে ইরি-বোরো ধান চাষে মাটি থেকে আর্সেনিক, ক্যাডনিয়ামের মতো বিষাক্ত পদার্থ চাউলের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে। ধান চাষে পরিমিত সেচের মাধ্যমে এ ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পেতে জাপানের জাতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্র (NARO) 3F4D+MD প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সফলতা পেয়েছেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তিটি পরীক্ষামূলক প্রয়োগে সফলতা পাওয়া গেছে। 'নিরাপদ ও পুষ্টিকর ধান

ধান চাষে নতুন প্রযুক্তির প্রশিক্ষণে বক্তারা

উৎপাদনের জন্য প্রজনন ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির উন্নয়ন' বিষয়ে ২৪ নভেম্বর সকাল ১০টায় উপজেলা কৃষি অফিস হলরুমে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক আলমগীর বিশ্বাস প্রশিক্ষণে বলেন, কৃষি সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে যশোর অঞ্চলের খ্যাতি রয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ সেচ নির্ভর ফসল চাষাবাদের কারণে প্রতিবছর ০.৭ ফুট ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাচ্ছে। ফলে চাউলে আর্সেনিক ও ক্যাডনিয়ামের মতো ক্ষতিকর রাসায়নিকের উপস্থিতি সনাক্ত হয়েছে। তিনি জাপান উদ্ভাবিত 3F4D+MD প্রযুক্তিটি সেচ সাশ্রয়সহ বোরো ধান চাষ অধিক লাভজনক ও কার্যকর হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। প্রযুক্তির বিষয়বস্তুর উপর প্রশিক্ষণ দেন, জাপানের জাতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানী কেন নাকা-মুরা। প্রযুক্তির বিষয়ে নাকামুরা জানান, ধান চাষে রোপনের পর কাইচ থোড় বের হওয়া পর্যন্ত স্বাভাবিক চাষের মতই জমিতে পানি রাখতে হবে। কাইচ থোড় শুরু হলেই এ সময় থেকে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত জমিতে পানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ধানের প্লটে পানি দিয়ে একটি কাঠি দিয়ে ৩ দিনে যে পরিমাণে পানি মাটির ভিতর প্রবেশ করবে তা মেপে নিতে হবে। এর পর ৪ দিন জমি শুকাতে হবে। আবার তিন দিনে পানি টানতে পারে এমন পরিমাণে পানি দিয়ে আবার শুকাতে হবে। এভাবে ছয় সপ্তাহ এ কাজটি করতে হবে, এটাই হলো 3F4D+MD প্রযুক্তি। এ প্রসংগে নাকামুরা বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে ধান চাষে এ প্রযুক্তি প্রয়োগ করলে সেচের পানি শতকরা ৬০ থেকে ৭০ পর্যন্ত সাশ্রয় করা সম্ভব পাশাপাশি আর্সেনিক সংক্রমণের হার ২০ থেকে ৪০ ভাগ কমানো যায়।

প্রশিক্ষণের সমাপনী বক্তব্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ উইংয়ের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক লুবনা রহমান বলেন, জাপানের নারো উদ্ভাবিত 3F4D+MD প্রযুক্তিটি প্রয়োগ করলে সেচের পানির উপর চাপ কমানোসহ পানি সাশ্রয় হবে ও বিদ্যুৎ খরচ কম হবে। এ আধুনিক প্রযুক্তির প্রসার ঘটলে সরকারের ভূ-গর্ভস্থ পানি নিয়ন্ত্রনে কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব হবে, ধানের ফলন বাড়বে ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মোঃ রফিকুল ইসলাম, ডিএই যশোরের উপপরিচালক মোঃ মোশাররফ হোসেন, জাইকার মূখ্য পরমর্শক তাকিহিরো কামিয়া ও জাইকার প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর রাইউচি কাটসুকি ও চৌগাছা উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ মোসাব্বির হোসেন।

মোঃ আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

দেশে সারের সংকট নেই পর্যাপ্ত মজুদ আছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করার নির্দেশনা প্রদান করেন তিনি। কৃষকদের জন্য বরাদ্দকৃত প্রণোদনার সঠিক তদারকি করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশনা প্রদান করেন তিনি।

আজ নরসিংদী জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, কৃষি উৎপাদন, সার, বীজ ও সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় তিনি একথা বলেন। তিনি আরও বলেন যেসব জায়গায় সহিংসতার সম্ভাবনা আছে সেসব জায়গায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক অবস্থানে থাকবে নির্বাচনের আগে ও পরে নয় দিন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সর্বোচ্চ সংখ্যক লোক মোতায়েন থাকবে। মাননীয় উপদেষ্টা আরও বলেন মাত্রাতিরিক্ত ইউরিয়া সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মাটির গুণগত মান কমে যাচ্ছে। একই সাথে কৃষি জমি নষ্ট করে ইটভাটাসহ অন্যান্য শিল্প কারখানা অব্যাহত থাকায় মাটির টপ সয়েল নষ্ট হচ্ছে যার ফকে সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। কোন কৃষি জমি যেন অব্যবহৃত না থাকে সেদিকে সকলকে দৃষ্টি দিতে বলেন তিনি। একই সাথে কৃষিতে অভুতপূর্ব সাফল্যের জন্য কৃষিবিদদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন তিনি।

মতবিনিময়কালে কৃষি কর্মকর্তাগণ সবজি ও ফল রপ্তানির জন্য প্যাকিং হাউজ, জৈবসারের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য প্রণোদনা প্রদান, প্রণোদনা ও পুনর্বাসন এর নাম বদলিয়ে কৃষি ত্রাণ ও পুনর্বাসন নামকরণের প্রস্তাব, কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদানসহ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন। এসময় কৃষি কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক মাঠে থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন তিনি। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন, জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নরসিংদী। নরসিংদী জেলার পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা কমান্ড্যান্ট, সিভিল সার্জন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক, নরসিংদী জেলার বিভিন্ন উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিসারসহ জেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস রিলিজ, কৃষি মন্ত্রণালয়

সরকার কৃষক ও ভোক্তা উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণের

শেষ পৃষ্ঠার পর

সবজির দাম তেমন বেশি না, মোটামুটি সহনীয় পর্যায়ে ও জনগণের নাগালের মাধ্যেই রয়েছে। তিনি বলেন, সামনের দিনগুলোতে সবজির দাম কমবে। কৃষকরা যাতে এ ক্ষেত্রে লোকসানে না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তিনি বলেন, আমরা ইতোমধ্যে ১০০টি মিনি কোল্ড স্টোরেজ তৈরি করে দিয়েছি যাতে সবজির ক্ষতি না হয়, সংরক্ষণ করা যায়। আমরা দ্রুত আরো ১০০টি মিনি কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের পদক্ষেপ নিয়েছি। মাননীয় উপদেষ্টা বলেন, শীত ও গ্রীষ্ম মৌসুমের মধ্যে এক মাসের মতো একটি ট্রানজিট সময় থাকে। এ সময় যদি সরবরাহ চেইন ঠিক রাখা যায়, তবে বাজারে সবজির দাম সহনীয় পর্যায়ে থাকবে। তবে সবসময় কৃষকের স্বার্থ যাতে সংরক্ষিত হয়, সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। কৃষি উপদেষ্টা বলেন, আমরা কিছুদিন আগে লটারির মাধ্যমে এসপি ও ওসিদের বিভিন্ন জেলা ও থানায় পদায়ন করেছি। প্রয়োজন হলে একইভাবে কৃষি অফিসারদের পদায়ন করা হবে। এতে দুর্নীতি ও তদবির বাণিজ্য কমে আসবে। তিনি বলেন, পেঁয়াজ আমদানির ক্ষেত্রে প্রতি আমদানিকারক একবার আইপি (আমদানি অনুমতি) পাবেন, সর্বোচ্চ ৩০ মেট্রিক টন করে। দৈনিক ৫০টি করে আইপি দেয়া হবে। তিনি আরো বলেন, বাজার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেয়া হয়েছে। ব্রিফিংকালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় অতিরিক্ত পরিচালক ও জেলার উপপরিচালকগণ অনলাইনে অংশগ্রহণ করেন।

ফয়সল হাসান, জনসংযোগ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিলেটে বালাইনাশকের মাননিয়ন্ত্রণ ও নিরাপদ ব্যবহারের লক্ষ্যে ভিজিলেন্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

ভিজিলেন্স কমিটির সভায় অতিথিবৃন্দ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট এর আয়োজনে বালাইনাশকের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপদ ব্যবহারের লক্ষ্যে ভিজিলেন্স কমিটির সভা উপপরিচাকের কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ হলরুমে ১০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. শামসুজ্জামান। তিনি বক্তব্যে বলেন- নিরাপদ ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রতিটি বালাইনাশকের দোকানে 'জৈব বালাইনাশক কর্নার' তৈরি করতে হবে। কৃষকেরা যেন বীজ বা কীটনাশক ক্রয় করে প্রতারিত না হয়, সে বিষয়ে সর্তক থাকতে হবে। তিনি ভেজাল পণ্য বিক্রয় রোধে কীটনাশক ও বীজ কম্পানীর প্রতিনিধি এবং ডিলারদের সমন্বয়ে বালাইনাশকের মান নিয়ন্ত্রণে একত্রে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভার প্রারম্ভে বালাইনাশকের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপদ ব্যবহারের বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন- সিলেট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি) কৃষিবিদ মোহাম্মদ আনিছুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ দীপক কুমার দাস ও অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান) কৃষিবিদ তামান্না নাহার।

উক্ত সভায় সিলেট জেলার সকল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাবৃন্দ ও উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সিলেট কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা ও সিলেট জেলার কীটনাশক ও বীজ কম্পোনীর প্রতিনিধি, ডিলার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

বাংলাদেশ কোল্ডস্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়। ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অবঃ)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষি সচিব, ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া, বাংলাদেশ কিংম অফ দি নেদারল্যান্ডস এর মান্যবর রাষ্ট্রদূত His Excellency Joris Van Bommel| অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন বাংলাদেশে খাদ্য হিসেবে আলুর বহুমুখী ব্যবহার, রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কর্ম পলিকল্পনা প্রণয়ন, আধুনিক সংরক্ষণ প্রযুক্তি এবং আলু প্রক্রিয়াজাত শিল্পের সম্প্রসারণ নিয়ে আয়োজিত আলু উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশে আলুর উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আলুর সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজার নিশ্চিত করতে হবে। এ আলু উৎসবে আলু চাষকারী প্রায় ৫০০ জন কৃষক ও আলু রপ্তানি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ আলু হতে নানাপ্রকার খাদ্য তৈরি প্রদর্শন সংক্রান্ত দেশি-বিদেশি ৬৬টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কোল্ডস্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি তথ্য বার্তা

৪৯তম বর্ষ ❑ অষ্টম সংখ্যা
❑ অগ্রহায়ণ-১৪৩২ বঙ্গাব্দ; নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সরকার কৃষক ও ভোক্তা উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করছে – মাননীয় কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কৃষক ও ভোক্তা উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছেন মাননীয় কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)। মাননীয় উপদেষ্টা বাংলাদেশ সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালকদের সাথে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এ কথা বলেন। মাননীয় উপদেষ্টা বলেন, পেঁয়াজের দাম হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছিলো কেজি প্রতি প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ টাকার মতো। গতকাল আমদানির অনুমতি দেয়ার খবরে আজকে আবার একটু দাম কমেছে। তিনি বলেন, এই যে কারসাজিগুলো করে কৃষকদের যেমন ঠকানো হচ্ছে, ভোক্তাদের আরও বেশি ঠকানো হচ্ছে। এই চক্রটা খুঁজে বের করতে হবে। আমরা সে চেষ্টা করে যাচ্ছি। তিনি আরো বলেন, আমরা চাই- কৃষক ও ভোক্তা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হউক, উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণ হউক। দেশে সারের মজুতের কোনো সংকট নেই উল্লেখ করেন মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা বলেন, আমরা তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করছি। তামাক স্বাস্থ্যর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ও এর কোনো উপকারিতা নেই। সেজন্য তামাক চাষে সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করা হবে। তিনি বলেন, আজকে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ সংক্রান্ত একটি সভায় অংশগ্রহণ করেছি। আমাদের খাদ্যে নানা ধরনের ভেজালের কারণে আমরা বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছি। তার মধ্যে কৃষি খাত ছাড়াও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে কীটনাশক, রাসায়নিক সার ও অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার এর অন্যতম কারণ। তাই কৃষি খাতে কীটনাশক ও ক্ষতিকর রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে। মাননীয় উপদেষ্টা বলেন, কীটনাশক ব্যবহার করে সাথে সাথে ফসল বাজারজাত না করে ৪-৫ দিন পর বাজারজাত করলে ভোক্তা পর্যায়ে এর ক্ষতিকর দিক কমিয়ে আনা সম্ভব। সেজন্য কৃষককেও এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। এ বছর আমন ধানের বাম্পার ফলন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেন, বাজারে

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ডিএইর অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালকদের সাথে সভা শেষে কৃষির সার্বিক বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন (রবিবার, ৭ ডিসেম্বর ২০২৫)।-পিআইডি

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

পুষ্টি সংবেদনশীল কৃষি বাস্তবায়ন কৌশল" বিষয়ক কর্মশালা-২০২৫

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব ড. মো. এমদাদ উল্লাহ মিয়ান

রাজধানীর ফার্মগেটস্থ তুলা উন্নয়ন বোর্ডে (তুলা ভবন) এর অডিটোরিয়ামে "পুষ্টি সংবেদনশীল কৃষি বাস্তবায়ন কৌশল" বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৪ ডিসেম্বর উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন কৃষি এখন মানুষের পুষ্টি, স্বাস্থ্য জীবনমান এবং টেকসই উন্নয়নে সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। পুষ্টি সংবেদনশীল কৃসি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, স্থানীয় সরকার ও সামাজিক সুরক্ষা খাতের সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য। তাছাড়া নারী ও শিশুদের পুষ্টি চাহিদা পূরণে কৃষির প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস-২০২৫ উদযাপন

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো: আবু জুবাইর হোসেন বাবলু

০৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস। Healthy Soils For Healthy Cities (সুস্থ নগরের জন্য সুস্থ মাটি) এই প্রতিপাদ্যে দিবসটি সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও উদযাপিত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-এর সহযোগিতায় দিবসটি মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, প্রধান কার্যালয়, ফার্মগেট, ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে পালিত হচ্ছে।

দিবসটি উপলক্ষে এসআরডিআই-এর মাল্টিপারপাস হল, মৃত্তিকা ভবন, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকায় Importance of Healthy Soil for Agricultural

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সম্পাদক : কৃষিবিদ রূপালী সাহা (অদা.), সহ. সম্পাদক : কৃষিবিদ ইমরান খান
গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন। মুদ্রণে: কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd